সেনাবাহিনী নির্বাচনী পর্ষদ (১ম পর্ব) ২০২৩

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সেনাসদর কনফারেন্স রুম (হেলমেট), ঢাকা সেনানিবাস।

শনিবার

০৭ শ্রাবণ ১৪৩০

২২ জুলাই ২০২৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

নিরাপত্তা উপদেষ্টা,
সেনাবাহিনী প্রধান,
প্রতিরক্ষা সচিব ও প্রিয় জেনারেলবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ ২০২৩-এর সভায় আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ সভা বাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সভায় আপনারা যোগ্য অফিসারদের পদোন্নতির জন্য নির্বাচন করবেন। আমি আশা করি, আপনারা সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের সঙ্গে এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করবেন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি আমাদের মহান স্বাধীনতা। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাই-বোনদের সশ্রদ্ধ সালাম জানাই।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত আমার মা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই- বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ লে. শেখ জামাল, ১০ বছরের শিশু শেখ রাসেল, দুই ভ্রাতৃবধূ এবং আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের-সহ সেই রাতের সকল শহিদকে। সেনাবাহিনীর শহিদ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সুধী,

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীর জন্ম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি পেশাদার, প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালের ১১ই জানুয়ারি কুমিল্লা সেনানিবাসে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি গড়ে তোলেন। তিনি কম্বাইন্ড আর্মস স্কুল এবং সেনাবাহিনীর প্রতিটি কোরের জন্য স্বতন্ত্র ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতির পিতা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভারত ও যুগোশ্লাভিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রহ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে সে সময়ের অত্যাধুনিক সুপারসনিক মিগ-২১ যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান, এয়ার ডিফেন্স রাডার ইত্যাদি বিমান বাহিনীতে যুক্ত করেন। তিনি ১৯৭৪ সালেই একটি প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। দুর্ভাগ্য, জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর বাঁধাগ্রস্ত হয় দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠন করি। নতুন প্রজন্মের নিকট মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরি। সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করি। ১৯৯৮ সালে 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ' এবং 'মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি', ১৯৯৯ সালে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং' এবং 'আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করি। আমরাই সর্বপ্রথম ২০০০ সালে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে নারী অফিসার নিয়োগ করি।

সুধিমণ্ডলী,

২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠনের পর প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুগোপযোগী সামরিক বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছি। আমরা 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করছি। ২০১৬ সালে 'বাংলাদেশ পিস বিল্ডিং সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতির পিতা প্রণীত প্রতিরক্ষানীতিকে যুগোপযোগী করে 'জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি, ২০১৮' প্রণয়ন করেছি। আমরা সিএমএইচগুলোকে অত্যাধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করেছি।

আমরা সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো পূর্ণবিন্যাস করছি। সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন, রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন এবং বরিশালে ৭ পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। এছাড়াও, বিগত ৪ বছরে আমরা বিভিন্ন ফরমেশনের অধীনে ৩টি ব্রিগেড এবং ছোট-বড় ৫৮টি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছি। একই সঙ্গে ২৭টি ছোট-বড় ইউনিটকে এডহক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ৯টি সংস্থাকে পুনর্গঠন করেছি। আমরা মাওয়া-জাজিরা-তে শেখ রাসেল সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করেছি। কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ সেনানিবাসের উদ্বোধন করেছি। রাজবাড়ী ও ত্রিশালে আরও নতুন দু'টি সেনানিবাস স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে আর্মি এভিয়েশনের ফরোয়ার্ড বেস এবং লালমনিরহাটে এভিয়েশন স্কুল নির্মাণের কাজও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আধুনিকায়নের ধারায় সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত বিভিন্ন সমরাস্ত্র যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক ও স্মার্ট বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেনাবাহিনীর এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছি। 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়'- জাতির পিতার এই মূলমন্ত্রকে পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হিসেবে মেনে চলছি। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। সব ধরনের বিবাদ-মতপার্থক্য আমরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে চাই।

প্রিয় জেনারেলবৃন্দ,

আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী সব সময় দেশ ও জনগণের পাশে থেকেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর সদস্যগণ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, জাতিসংঘ মিশনসহ বিদেশেও উচ্চমানের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যগণ। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ আবারও সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে গৌরবের স্থানটি দখল করেছে।

এছাড়া কালশী ফ্লাইওভার নির্মাণ, কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক উন্নীতকরণ প্রকল্প, হালদা নদীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প, পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণসহ উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার ৩১৭ কিঃ মিঃ সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্পসহ নানাবিধ জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কার্যক্রম সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে চলমান রয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে বিমানবন্দর রেল স্টেশন পর্যন্ত সমন্বিত পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক শীঘ্রই শুরু করা হবে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নারী অফিসারগণের পাশাপাশি আজ নারী সৈনিকগণ দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত সুনামের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন, যা বহির্বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করেছে।

প্রিয় জেনারেলবৃন্দ,

দেশের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আধুনিক, উন্নত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেনাবাহিনীকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে। এজন্য যোগ্য, দক্ষ, কর্মক্ষম এবং দেশপ্রেমিক অফিসারদের হাতে এর নেতৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের পদোন্নতির জন্য TRACE (Tabulated Record and Comparative Evaluation) এর মতো একটি আধুনিক পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয় যা পেশাগত দক্ষতার বিভিন্ন দিকের তুলনামূলক মূল্যায়ন নির্দেশ করে। বিষয়টি বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিনির্ভর।

আপনারা মনে রাখবেন, নিরপেক্ষ মূল্যায়নের মাধ্যমেই পেশাগত দক্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন সম্ভব। আপনারা পদোন্নতির ক্ষেত্রে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্রথম রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বলেছিলেন, **"বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হবে জনগণের বাহিনী তথা পিপলস্ আর্মি"**। তিনি সেনা কর্মকর্তাদের সৎ, সাহসী ও সুশৃঙ্খল চরিত্রের অধিকারী হতে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাই আপনাদের সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে জাতির পিতার কাঙ্ক্ষিত আদর্শ যেন নির্বাচনী পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্বও যেন দেশপ্রেমিক ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের হাতেই ন্যস্ত হয়।

সুদৃঢ় নৈতিক মনোবল, সৎ এবং নেতৃত্বের অন্যান্য গুণাবলীসম্পন্ন অনুগত অফিসারগণই উচ্চতার পদোন্নতির দাবিদার। তাই যে সমস্ত অফিসারগণ সামরিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে সফল হয়েছেন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাঁদের বিবেচনায় আনতে হবে।

আপনারা সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ আজ এখানে সমবেত হয়েছেন। আপনাদের প্রজ্ঞা, বিচার-বুদ্ধি এবং ন্যায়পরায়ণতার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উর্ধ্বে উঠে আপনারা ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে উপযুক্ত নেতৃত্ব নির্বাচনে সর্বতোভাবে সফল হবেন- এ আশা ব্যক্ত করে সেনাপ্রধানকে সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ-২০২৩ এর কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি প্রদান করছি।

আমি নির্বাচনী পর্ষদ-২০২৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...